সংবাদ

তারিখ 27 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

জনে জনে জনতা

পাশের বাড়িতে শিক্ষার ডিজিটাল যাত্রা শুরু, আমাদের কী হবে

মোস্তাফা জব্বার

য়ার অবস্থার সঙ্গে আমাদের নিজেদের অবস্থার তুলনা করলে কখনও কখনও আমার মনে হয়, আমাদের বসবাস কোন সময়ে? বিশেষ করে শিক্ষা নামক জাতির মেরুদণ্ডের অবস্থা এত নাজুক যে আমি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতেই পারি না। গত ১৮ নভেম্বর ২০০৭ তারিখের একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার কম্পিউটারবিষয়ক পাতায় (দৈনিক যুগান্তর, পৃষ্ঠা ৫) শিক্ষার ডিজিটাল যাত্রা নিয়ে একসঙ্গে দুটি খবর ছাপা হয়েছে। একটি খবর হচ্ছে, আমাদের পাশের বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের, অন্যটি আমাদের কাছাকাছি দেশ সিঙ্গাপুরের। তবে দুটি খবরের বিষয়বস্তু প্রায় এক। খবরটি হচ্ছে ভারত ও সিঙ্গাপুর তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ডিজিটাল ও পরাবাস্তব করছে। শুধু তাই নয়, এই ডিজিটাল করার প্রক্রিয়াটি শুরু হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে।

ভারতের খবরটি হলো- অচিরেই ভারতের ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে হাইটেক স্কুল হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ওয়াই ম্যাক্স প্রযুক্তির সাহায্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বের হাইটেক জগতের সম্পর্ক জুড়তে ইতিমধ্যে সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সরকার এসব বিদ্যালয়ে ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে চার হাজার কোটি রুপি বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি কোলকাতা টেলিফোনের চিফ জেনারেল ম্যানেজার সমর চক্রবর্তী এ সংক্রান্ত তথ্যাবলি প্রকাশ করেন। তার মতে, প্রথম পর্যায়ে ২৫ হাজার গ্রামে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা প্রদান করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৭০টি শহরে এ সেবা প্রদান করা হবে। এ খবরটি আমাদের দেশের পরিকল্পনাবিদদের হতাশ করার কথা। তারা এখন পর্যন্ত দুঃস্বপ্নেও ভাবেন না যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট তো দূরের কথা, কম্পিউটারও যাবে।

অন্য খবরটিতে বলা হয়, প্রযুক্তির উৎকর্ষে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা এখন অনেক বেশি সহজ ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে। কম্পিউটার ইন্টারনেটের ব্যবহারে পড়াশোনায় এসেছে বড় পরিবর্তন। তবে এবার পাঠকক্ষে ভার্চুয়াল জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। গ্রহ, নক্ষত্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থাপনার ত্রিমাত্রিক ছবি ক্লাসে বসেই দেখার সুযোগ পাচ্ছে তারা। এ জন্য তাদের প্রথমে একটি হেডসেট পরে ডেস্কের ওপর থাকা একটি ডিজিটাল বোর্ডে তাকাতে হবে। এ বোর্ডে দৃষ্টিগোচর হবে নান্দনিক গ্রাফিক্স সমৃদ্ধ ছবি। তবে পুরো পৃথিবীর ছবি একবারে দেখতে হলে বিশেষভাবে তৈরি একটি হেলমেট পরার প্রয়োজন পড়বে। অবশ্য একটি বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে সৌরজগতের ছবি ক্লাসের সবাইকেই দেখানো সম্ভব। সিঙ্গাপুরের কয়েকটি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে এ ভার্চুয়াল প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠদান করা হয়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার এ পদ্ধতি দারুণভাবে গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত এক কনফারেন্সে এই 'মিক্সড রিয়েলিটি' নামের ভার্চুয়াল পড়াশোনা সম্পর্কে এর ডেভেলপার উই লি আনান, খরচ একটু বেশি হলেও এ ধরনের পড়াশোনায় শিক্ষার্থীরা সহজেই শিখতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি, শিক্ষায় ত্রিমাত্রিক ও পরাবাস্তবতার ব্যবহার এখন ব্যাপকতর হয়েছে। ডিজাইন ও গ্রাফিক্সে ত্রিমাত্রিকতার প্রভাব প্রচণ্ড। মেডিকেল, প্রকৌশল, স্থাপত্য ইত্যাদি শিক্ষায় ত্রিমাত্রিকতা ও পরাবাস্তবতার ব্যবহার না করে উপায় নেই। এই মাধ্যমগুলো এমনকি বিনোদনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী টুলসে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ ও সিমুলেশনে এ মাধ্যমের কোন জুড়ি নেই। আমি নিজে 'মাল্টিমিডিয়ার' এই ক্ষেত্রগুলোকে ... করার কথা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছি। ... ব্যাপারে তেমন কোন অগ্রগতি আছে বলে ... হচ্ছে না।

বরং এ দুটি খবর এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটাল যাত্রার ... খবর আমাদের উপদেষ্টা পরিষদ, শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, বেসরকারি সংস্থা শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক বা দেশের সাধারণ মানুষদের কাছে পৌছেছে কি না সেটি আমি নিশ্চিত নই। আমার নিজের বিশ্বাস, এগুলো আমাদের সংশ্লিষ্টরা পাঠ করেন না। যদি কোনভাবে এসব বিষয়ে কোন তথ্য তাদের পাঠ করতেও হয় তবে এর মর্মার্থ তারা বোঝেন না। যদি মর্মার্থ বোঝেনও, তবে ভান করেন এসব তারা বোঝেননি। এসব ভণ্ডামির পাশে আরও কিছু বিষয় যুক্ত হয়। তারা অবলীলায় বলে থাকেন, আমাদের মতো গরিব দেশে এসব নিয়ে ভাবার কোন সুযোগ নেই। তারা বলেন, যে দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং যেখানে প্রত্যেকের কাছে সাধারণ শিক্ষাই পৌছানো যায় না সেখানে ডিজিটাল শিক্ষা হচ্ছে অলীক কল্পনা। তাছাড়া উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে সীমিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থার কথা ভাবা গেলেও প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজিটাল শিক্ষার প্রচলন কল্পনাই করা যায় না। এটি যেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মতো। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, যারা এসব কথা বলেন তাদের সন্তানরা দেশের দামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, বিদেশের আন্তর্জাতিক স্কুল বা বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। তারা নিজেদের বাড়িতে তাদের সন্তানদের ডিজিটাল শিক্ষা প্রদান করছে। তাদের ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেটসহ শিক্ষার সব ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহার করছে। অথচ দেশের সাধারণ মানুষের জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনতে চায় না তারা। তারা এটি কোনভাবেই অনুভব করতে চান না যে, আমরা দরিদ্র বলে দুনিয়া আমাদের ক্ষমা করবে না বা কোন ছাড় দেবে না। আমাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হতে পারে মানুষ। আমরা যদি সেই মানুষদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারি তবে তারা হবে বোঝা। এখন যে প্রচলিত শিক্ষা রয়েছে তাতে সম্পদ হওয়ার কোন পথই খোলা নেই। ফলে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। প্রতিদিন এ বেকারত্ব বাড়ছে। বরং এখন অবস্থা হয়েছে এমন যে, শিক্ষার হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্ব বাড়ছে। অথচ আমরা শিক্ষাব্যবস্থার কোন পরিবর্তনই করতে চাইছি না। যেমন এর কারিকুলাম পুরনো, তেমনি এর সিলেবাস ভুং ধরা। একই সঙ্গে কারিকুলাম ও সিলেবাস ভিত্তিতে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের মান মোটেই ভাল নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়নি ডিজিটাল যুগের কোন শিক্ষা উপকরণ। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা বলতে এখনও আমরা কেবল বই-খাতা-কলম ও লিখিত পরীক্ষার মাঝেই সীমিত থাকছি। কিন্তু এখন থেকে একশ' বছর আগে ইতালীয় মহিলা মারিয়া মন্টেশ্বরী এমনকি শিশুদের শিক্ষার জন্য বই-খাতা-কলমের বাইরে অন্যান্য বাস্তব উপকরণ ব্যবহারের কথা ভেবেছিলেন। এরপর দুনিয়ার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির

পরিচয় হয়। বিশেষ করে পার্সোনাল কম্পিউটারের আবিষ্কারের ফলে এই যন্ত্রটি শিক্ষা উপকরণে পরিণত হতে থাকে। ধীরে ধীরে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি শিক্ষাকে নতুন এক মাত্রা প্রদান করে। তারপর দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দেয় ইন্টারনেট। এসব প্রযুক্তি প্রথমে উত্তর আমেরিকা, পরে ইউরোপ এবং এখন এমনকি এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচলিত হয়ে শিক্ষার মলস্রোত দখল করছে। এক কথায় বলা যায়, বিগত বিশ বছর ধরে বই-খাতা-কলমের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। আমরা যদি দুনিয়ার দিকে নাও তাকাই তবুও অন্তত ঢাকার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল পর্যন্ত গেলেই আমরা দেখব ডিজিটাল শিক্ষার পর্যায়টা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নিজে আট বছর আগে মাল্টিমিডিয়া স্কুল স্থাপন করে ডিজিটাল স্কুলের ধারণাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি। এখন দেশে এমন ১৬টি স্কুল চালু আছে। যদি ... ধারণা অনুসারে এই স্কুলগুলো ... হতে পারেনি ... মনে করি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটাল যাত্রা এরপর আরও ... সামনে যেতে পারে। কিন্তু সরকারের নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকদের মাঝে এখনও এ বিষয়ে কোন ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়নি।

আমি উল্লিখিত দুটি খবরের সূত্র ধরে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তরকে পরিকল্পিতভাবে

দুই ব

প্রতিনিধি, বান্দরবান

লামার আজিজনগর ইউপি সচিবের বিরুদ্ধে ... চাঁদা আদায়ের ...

প্রতিনিধি, চকরিয়া (কক্সবাজার)

হাত-পা-শরী... দু'শিশুকে ... মেডিকেলে

প্রতিনিধি, বড়লেখা (মৌল...)